দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

শেবাচিমে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রথা বাতিল

বন্ধ হল লাখ লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য

■ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস

দক্ষিণবঙ্গের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগ প্রথা বাতিল করা হয়েছে। দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় পর স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগে সক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত কার্যক্রম বিলুপ্ত করেছেন। অতি সম্প্রতি হাসপাতালের পরিচালক ডা. নিজাম উদ্দিন ফারুক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হাসপাতালের যেমন উপকার হয়নি তেমনি নিয়োগ পাওয়া কর্মচারীরা পাননি তাদের প্রাপ্য মজুরি। অথচ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা হাতিয়ে নিয়েছেন বিপুল অংকের টাকা। এই নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় খুশি হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মানুষ।

শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতালে ও কলেজে নতুন জনবল নিয়োগ না দেয়ার কারণে কর্মচারী সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। দু'শতাধিক কর্মচারী নিয়োগের জন্য এক যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রক্রিয়া শুরু করা হলেও তা সম্পন্ন হয়েছে গত ডিসেম্বর মাসে। এ দীর্ঘ সময়ে সংকট আরো ঘনীভূত হওয়ার কারণে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা হয়। শুরুতে শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে ৬০ জন ও হাসপাতালে ৯০ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

বিআরএস নামক জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ঐ বছরই অতিরিক্ত ১৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ ওঠে। ১৪টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করে জনবল সরবরাহের কাজ পাওয়া বিআরএস সরকারের কোষাগার থেকে প্রতি নিরাপত্তা প্রহরীর মাসিক পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শেবাচিমে চুক্তিভিত্তিক

২০ পৃষ্ঠার পর

বেতন হিসাবে ৪৪ শত টাকা উত্তোলন করে। মূলত তাদের নিয়োগ দেয়া নিরাপত্তা প্রহরীদের বেতন দেয়া হতো জনপ্রতি ২৫ শ' টাকা। একইভাবে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের মজুরী বাবদ মাসে ৪১শ' টাকা উত্তোলন করে তাদের প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দেয়া হতো মাত্র দুই হাজার টাকা। হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক ৯০ জন নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগ করে ২০১১-১২ অর্থ বছরে দু'টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচ্ছন্ন কর্মী ও নিরাপত্তা প্রহরীরা প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা আর হাসপাতালের কাজে আন্তরিক হননি। ফলে নামমাত্র কর্মচারী থাকলেও তা হাসপাতালের উপকারে আসেনি। আবার নিয়োগ পাওয়া কর্মচারীরা প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত হলে তাদের অনেকেই নানান অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। দর্শনার্থীদের কাছ থেকে জন প্রতি ২০ টাকা করে আদায়ের কার্ড প্রহরীরা গোপনে বিক্রি এবং নগদ টাকার বিনিময়ে দর্শনার্থীদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে হাসপাতালে ঢোকার সুযোগ করে দেয়ার রমরমা বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। ২০০৭ সালে হাসপাতালের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা কমিটি ভিজিটর পাস প্রথা চালু করলে তাতে বেশ রাজস্ব আদায় হতো। ২০১৩ সালে ঠিকাদারের নিয়োগ করা কর্মচারীরা এ কার্ড নিয়ে সীমাহীন অনিয়মের আশ্রয় নিলে কার্ড প্রথা তা বন্ধ করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। গত ১১ ডিসেম্বর এ হাসপাতালে নতুন নিয়োগ পাওয়া ২২৬ কর্মচারী যোগদান করে। যে কারণে এখন আর চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের নামে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের হাতে টাকা তুলে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। তাই চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে দেরিতে হলেও বন্ধ হলো চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ বাণিজ্য।